মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

আকীদাহ আত-তাওহীদ

ভাষান্তর	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
বানান	মোঃ ইমতিয়াজ উদ্‌দীন খান
পৃষ্ঠাসজ্জা	মাস‘ঊদ শারীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরিফুল আলম

আকীদাহ আত-তাওহীদ

ড. সালিহ বিন ফাওযান

ভাষান্তর

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

আকীদাহ আত-তাওহীদ

ড. সালিহ আল ফাওযান

অনুবাদ-স্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ: মার্চ ২০১৫
পঞ্চম মুদ্রণ: মুহাররম ১৪৪৪ হিজরি। আগস্ট ২০২২ ইংরেজি

ISBN: 978-984-33-6771-6

MRP: ৳৪৫০ মাত্র।

এই বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্য 'সিয়ান পাবলিকেশন লি.' একমাত্র অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারীআহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী-আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অফনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহীহ আল-জামি আস-সাগীর, হাদীস: ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারীআতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> **...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]**

অধিকন্তু এটা শারীআতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারীআতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> **...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]**

সূচি

ইসলামে গ্রন্থসূত্রের বিধান ৫
প্রকাশকের কথা ১১
অনুবাদকের কথা ১৫
গ্রন্থকারের ভূমিকা ১৭
প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা ১৯

প্রথম অধ্যায়ঃ পথে বিপথে
ইসলামি ‘আক্বীদাহ্‌র পরিচয় ২৩
‘আক্বীদাহ্‌র সংজ্ঞা ও তার গুরুত্ব ২৩
‘আক্বীদাহ্‌র বিষয়ক জ্ঞানার্জনে পূর্ববর্তী ‘আলিমগণের নীতি ২৬
সঠিক ‘আক্বীদাহ্ থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাওহীদের রকমফের
তাওহীদের অর্থ ও প্রকারভেদ ৩৭
তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ ৩৭
‘আর-রব্ব’ শব্দটির মর্মার্থ ৪২
সৃষ্টিকুলের বশ্যতা স্বীকার ৫০
স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর এককত্ব প্রমাণে আল-কুর’আনের নীতি ৫৪
উলূহিয়্যাতের এককত্ব রুবূবিয়্যাতে এককত্ব মেনে নেওয়ার অপরিহার্য দাবি ৫৯
তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ্‌র আলোচনা ৬৩
শাহাদাহ্‌র অর্থ ৬৭
শাহাদাহ্‌র শর্ত ৭১
শাহাদাহ্‌র দাবি ৭৬
শাহাদাহ্ ভঙ্গের কারণ ৭৬
জীবনবিধান প্রণয়ন ৮০
‘ইবাদাতের অর্থ ও ব্যাপকতা ৮৩
‘ইবাদাতের প্রকারভেদ ও তার ব্যাপকতা ৮৪
‘ইবাদাত নির্ধারণে নানা বিভ্রান্তি ৮৫
বিশুদ্ধ ‘ইবাদাতের মৌলিক উপাদানগুলো ৮৭
তাওহীদ আল-আসমা’ ওয়াস-সিফাত ৯০

আল্লাহর নাম ও সিফাত নির্ধারণে কুর'আন, সুন্নাহ্ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ৯০
আল্লাহর নাম ও সিফাতের ব্যাপারে আহ্লুস-সুন্নাহ্র নীতি ৯৪
আল্লাহর নাম ও সিফাত অস্বীকারকারীদের যুক্তিখণ্ডন ৯৫

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিশ্বাসের অন্তরায়

মানব জীবনে ভ্রষ্টতা ১০৫
শির্কের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ১০৯
১. শির্কে আকবার বা বড় শির্ক ১১৩
২. শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক ১১৪
কুফরির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ১১৭
১. বড় কুফরি ১১৮
২. ছোট কুফরি ১২০
নিফাকির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ১২৩
১. বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিফাকি ১২৪
২. আমলের নিফাকি ১২৫
বড় নিফাক ও ছোট নিফাক-এর মধ্যে পার্থক্য ১২৬
জাহিলিয়্যাহ ১২৮
জাহিলিয়্যাহর প্রকারভেদ ১৩০
ফাসিকি ১৩০
পথভ্রষ্টতা ১৩২
রিদ্দাহ : মুরতাদের প্রকারভেদ ও তার বিধান ১৩৪
মুরতাদ ব্যক্তির বিধান ১৩৫

চতুর্থ অধ্যায়ঃ নিষিদ্ধ কথা

তাওহীদ বিরোধী কথা ও কাজ ১৩৯
গাইবি জ্ঞানের দাবি করা ১৩৯
জাদু, ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী ১৪১
কবর ও মাজার পূজা ১৪৬
ভাস্কর্য, প্রতিমা ও স্মৃতিসৌধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ১৫০
দীন-এর কোনো বিষয়ের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ১৫২
ঠাট্টা-বিদ্রূপ দুপ্রকার ১৫৫
আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার ফায়সালা করা ১৫৬
আইন রচনা এবং বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা দাবি করা ১৬৫
নাস্তিক্যতাবাদী ও জাহিলি মতাদর্শের দলের সাথে সম্পর্ক ১৬৯

বস্তুবাদের কুপ্রভাব ১৭৫
জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৮০
ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ ১৮০
কসম করা এবং ওয়াসিলা গ্রহণের বিধান ১৮৪
আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সৃষ্টির উসিলা বা তাওয়াস্সুল গ্রহণ ১৮৭
অবৈধ তাওয়াসসুল ১৮৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মানীদের মর্যাদা

রসূল ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের সম্পর্কে সঠিক'আক্বীদাহ ১৯৭
১. রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসা ও সম্মান করা ১৯৭
২. অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি না করা ২০০
৩. রসূল ﷺ কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ২০২
রসূল ﷺ-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতা ২০৫
রসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের বিধান ২০৯
আহ্ল আল-বাইতের ব্যাপারে সঠিক নীতিমালা ২১১
সাহাবিগণের ব্যাপারে আহ্ল আস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্র অবস্থান ২১৪
সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আহ্ল আস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্র অবস্থান ২৮১
সত্যপথের অগ্রনায়ক সাহাবিগণ ও সত্যপন্থী ইমামদের মর্যাদা রক্ষা করা ২২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিদ'আত পরিচিতি

বিদ'আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও বিধান ২৩১
বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ ২৩২
দীন-এর ক্ষেত্রে বিদ'আতের হুকুম ২৩৩
বিদ'আতের উদ্ভব ও তার কারণ ২৪৭
বিদ'আতিদের ব্যাপারে আহ্লুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আহ্র নীতি ২৪৩
বিদ'আতিদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ্র নীতি ২৪৫
বর্তমান যুগে প্রচলিত কিছু বিদ'আত ২৪৭
বিদ'আতিদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত ২৫৩

প্রকাশকের কথা

আমার বড় মেয়েটির বয়স তখন বছর তিন চারেক হবে। আমার এক বন্ধু আছেন যিনি যমজ। প্রচণ্ড শিশু-বাৎসল্যতার কারণে তার সাথে আমার মেয়েটির বেশ ভাব। ঘটনাক্রমে একদিন আমার এই যমজ বন্ধুর অন্য ভাইটি আমার বাসায় আসেন। আমার মেয়ে তো ভেবেছে তার প্রিয় চাচ্চু এসেছেন। যথারীতি তার ঘাড়ে উঠে চুল টানাটানি শুরু। আমি তাকে চমকে দেওয়ার জন্য তার আসল চাচ্চুকে ফোন দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিলাম। সে তো মহা সংশয়ে পড়ে গেলো। একবার ফোনের দিকে, একবার আমার দিকে, আরেক বার তার দিকে তাকায়। তবে এখন সে বড় হয়েছে; যথারীতি দু'জনকে আলাদা করেই চিনতে পারে; যদিও তাদের শারীরিক গঠন, চেহারা, এমনকি কণ্ঠস্বরও প্রায় হুবহু।

সাধারণ অন্য সব মানুষ তো বটেই, এই যে একজন মানুষ যমজ হওয়া সত্ত্বেও দু'জন ভিন্ন—কোনো না কোনোভাবে, এটা সৃষ্টির একটি শাশ্বত নিয়ম। এই নিয়মটা প্রতিটি সৃষ্টির ডিএনএ-এরমধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জিন ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। আর ডিএনএ-এর নিউক্লিওটাইডের বিন্যাসই কোনো অর্গানিজমের জিনেটিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেয়। জিনের নিউক্লিওটাইডের পরম্পরা অনুযায়ী জীবকোষ এমিনো এসিড তৈরি করে। এমিনো এসিড থেকে উৎপন্ন হয় প্রোটিন। প্রোটিনের এমিনো এসিড নির্ধারণ করে তার ত্রি-মাত্রিক গঠন, আর এর গঠন নির্ধারণ করে তার কাজ। এভাবে প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তার সৃষ্টিগত একক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়।

একই ফ্যাক্টরিতে বানানো প্রতিটি পুতুল হুবহু একই সুরে প্যা-পু করে। একই মডেলের প্রতিটি যন্ত্রের সব কিছু একই রকম হলেও একই মডেলের প্রতিটি সৃষ্টি একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আপনি আপনার চারপাশের প্রতিটি সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখুন। প্রত্যেকটি জাতির একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি একই সৃষ্টির একেকটি অংশও একেক রকম। আপনার দু'টি চোখ, দু'টি ভ্রু, দু'টি হাত, দু'টি পা, হাতের একেকটি আঙ্গুল, প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে কোনো না

কোনোভাবে, কিছু না কিছু ব্যতিক্রম। একটি রেইন-ট্রির কাছে যান। একই গাছে হয়তো লক্ষ লক্ষ পাতা আছে। প্রতিটি পাতা আয়তনে প্রায় একই রকম, কিন্তু প্রতিটির গঠনশৈলী ভিন্ন। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, প্রতিটি পাতার শিরা-উপশিরাগুলো একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও একক।

এভাবে মহান আল্লাহ আমাদের চোখের সামনেই তাঁর এককত্বের অগণিত উদাহরণ রেখে দিয়েছেন, যেন আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। করতেও পারেন অনেকে। জাত-পাত নির্বিশেষে অনেককেই শুনবেন উপরওয়ালা 'একজন'-এর কথা বলতে। এভাবে সৃষ্টির পরতে পরতে মহান আল্লাহ তাঁর এককত্বের নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর 'ইবাদাত কীভাবে করতে হবে তা বাতলে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন রসূল ''তোমাদেরই মধ্য থেকে''। কারণ এই 'ইবাদাত হতে হয় বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে। মানুষের পক্ষে তো ফেরেশতাদের অনুসরণ সম্ভব নয়। তাদের জন্য কেবল মানুষই হতে পারে অনুসরণীয় আদর্শ; সৃষ্টিগত দিক থেকে যিনি তাদেরই জাতির ও প্রকৃতির হবেন; সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইত্যাদি দিক থেকে তাদেরই মতো অনুভূতি ও বোধসম্পন্ন হবেন; তাদেরই সমাজের ও মর্ত্যের বাসিন্দা হবেন।

যুগে যুগে মানুষ যখন মহান স্রষ্টা আল্লাহর এককত্বের পথ থেকে সরে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য এভাবে মানুষের মধ্য থেকেই নাবী-রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ (সা.) এসেছেন এবং চলেও গিয়েছেন চৌদ্দশত বছরেরও বেশী পূর্বে। এরপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঊন, তাবি'উত তাবি'ঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সালাফ আস সালিহীনগণ তাওহীদের এই ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেছেন।

ড. সালিহ আল ফাওযান সালাফ আস সালিহীনদের মানহাজের উপর থাকা বর্তমান সময়ের একজন প্রথিতযশা ফাকীহ আলিম। মহান আল্লাহর এককত্বের উপর এটি তাঁরই রচিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। অনুবাদও করেছেন এদেশের একজন খ্যাতিমান আলিম ড. মানজুরে এলাহী। আশা করি, এ গ্রন্থ আমাদের জীবন ও সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা শির্ক-কুফরের পাথরটিকে একটু হলেও সরাতে পারবে; আলোকিত করবে আমাদের জীবনকে তাওহীদের নির্মল আলোয়।

সকল কৃতিত্ব মহান আল্লাহর। তিনি যে সিয়ান পাবলিকেশনকে এমন একটি মুল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার তাওফিক দিয়েছেন এটিও তাঁর দয়া, একান্ত তাঁরই। আল্লাহর এই নি'মাহ পেয়ে সিয়ান পাবলিকেশন সত্যিই আনন্দিত।

সিয়ান পাবলিকেশনের পক্ষে,

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই, প্রকৃত কোনো মা'বুদও নেই। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুল শিরোমণি তাওহীদ-এর বাণী প্রচারক শেষ নাবী মুহাম্মাদ , তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাহ এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী বীর সেনানীদের উপর যাদের মাধ্যমে তাওহীদ-এর শাশ্বত বাণী গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"— মহান আল্লাহর এ ঘোষণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাওহীদ-এর মূলমন্ত্র। তাইতো সকল নাবী ও রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মাহকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকেই আহবান জানিয়েছিলেন। সুতরাংতাওহীদকে উত্তমরূপে বুঝে সে আলোকে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তাওহীদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে যে কেউ সহজেই শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে এবং পরিণতিতে তার পরকালীন জীবন হয়ে পড়তে পারে ভয়ানকভাবে বিপন্ন।

বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেক মুসলমান যেন তাওহীদ সম্পর্কে সহজে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'উদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসর এবং সৌদী আরবের শীর্ষস্থানীয় 'উলামা পরিষদের অন্যতম সদস্য ড. সালিহ ইব্ন ফাওযান আল-ফাওযানের লেখা কিতাব আত-তাওহীদ বইটির অনুবাদে হাত দিই। মূল আরবি বইটির নাম 'আক্বীদাহ আত-তাওহীদ। তাওহীদকে যেন মুসলিমগণ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সে অনুযায়ী জীবন গড়তে পারেন, সে জন্য যেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন আবশ্যক—এমন সব বিষয় নিয়েই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুকে সহজ-সরল ভাষায় সাবলীলভাবে উপস্থাপন এ বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনুবাদেও এ বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে আন্তরিক প্রয়াস ছিল। সে জন্য শাব্দিক অনুবাদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব

নয়। যেকোনো ভুল-ত্রুটির প্রতি সহৃদয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা তাদের দেওয়া যে কোনো উত্তম পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

মুহতারাম ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ ও এঞ্জিনিয়ার মো. এনামুল হক বইটির পরিমার্জনায় সাহায্য করে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন জনাব আহমদ রফিক ভাই। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ আমাদের ও তাদের সকলের সৎকর্মগুলো কবুল করুন! আমীন !!

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ঢাকা

১ জানুয়ারী ২০১৪